

FQH = 2

1

কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইজতেহাদ পরিচিতি

কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইজমা পরিচিতি

কুরআন-সুন্নাহের আলোকে কিয়াসের পরিচিতি

ইজতিহাদ পরিচিতি

ইজতিহাদ আরবি ‘জুহদ’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো।

والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر: استفراغ الفقيه الوسع لتحقيق ظنٍّ بحكم شرعي

একজন মুজতাহিদ ফকিহ মূলত শরীয়তের বিষয়সমূহের ওপর কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিচার-বিবেচনা করে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার শাখা-প্রশাখার সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা চালিয়ে থাকেন তাকে ইজতিহাদ বলে।

বলা বাহুল্য, যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রয়েছে সেখানে কিয়াস বা ইজতিহাদ, কোনোটিরই প্রয়োজন নেই; জায়েযও নেই। কিয়াস এবং ইজতিহাদ তো করা হয় ওই ক্ষেত্রে, যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান পাওয়া যায় না কিংবা পাওয়া গেলেও তার একাধিক শরয়ী অর্থ ও মর্ম বের করার অবকাশ থাকে। তখন কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত আনুযায়িক বা অপরাপর বিধিবিধান ও উসুলের আলোকে ইজতিহাদ করে সেই বিষয়ে শরয়ী হুকুম কী, তা স্থির করা হয়।

ইজতিহাদের সূচনা:

রাসূলুল্লাহ সা. মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআয, (كَيْفَ تَقْضِي) তুমি কীসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?” তিনি বললেন, (أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ) “আল্লাহর কিতাব দিয়ে।” তিনি সা. বললেন, (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي) “যদি আল্লাহর কিতাবে তা না থাকে?” তিনি বললেন, “তাহলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুনাত দিয়ে” (فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) তিনি সা. বললেন, “যদি রাসূলের সুনাত তা না থাকে?” (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) তিনি বললেন, “তখন আমি ইজতিহাদ করে ‘রায়’ দিবো।” (أَجْتَهِدُ رَأْيِي) তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ‘সন্তুষ্ট’।” ইবনে তাইমিয়া রাহি. মাজমুউল ফাতওয়া ১৩/৩৬৪/ ইবনে কাসীর ১/১৩

এটি ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি হাদিস।

আর এ মর্মেই বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন সে দুটি সাওয়াব পায়। (আর) তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তত একটি সাওয়াব পায়।” বুখারি, তিরমিযী: ১৩২৯

এসমস্ত হাদিস রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে উদ্ভূত ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে কুরআন ও সুনাতের উপর ভিত্তিতে ইজতিহাদের প্রয়োগের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মপন্থার সুস্পষ্ট দলিল।

ইজমা পরিচিতি

ইজমা (إِجْمَاع) ইসলামী শরীয়তের (আইনের) তৃতীয় উৎস ও মানদণ্ড। إجماع শব্দটি جمع শব্দমূল থেকে উৎপন্ন, যার আভিধানিক অর্থ মিশ্রণ, মিশ্রিত বা একত্রিত বা সংগৃহীত রূপ, সমাবেশ, ঐক্যমত, দৃঢ় সিদ্ধান্ত বা সংকল্প ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় ইজমা (إِجْمَاع)

اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
 রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যেকোনো যুগে কুরআন-সুন্নাহের
 ভিত্তিতে আহলে হক মুজতাহিদ আলেমগণের সকলে যেকোনো শরয়ী বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।
 উসুলুল ফিকহিল ইসলামী

ইজমার প্রামাণ্যতা

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“আর যে ব্যক্তির কাছে আল-হুদা (সঠিক পথ) প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং সে ঈমানদারগণের পথ ভিন্ন অন্য পথের অনুসরণ করে, সে যেকিকে মুখ ফিরিয়েছে আমরা তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে জাহান্নামে দণ্ড করবো। আর (সেটা কতই-না) নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।” সূরা নিসা: ১১৫

আয়াতটির তাফসিরে আল্লামা ইবনে কাসীর রাহি. বলেন,

ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً

“এবং সে ঈমানদারগণের পথ ভিন্ন অন্য পথের অনুসরণ করে” (বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ) ঘটতে পারে কখনো রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিকার হুকুমের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে; আবার কখনো ঘটতে পারে উম্মাতে মুহাম্মাদী কোনো ব্যাপারে ইজমা/ঐক্যমতে উপনীত হয়েছে আর তাদের সেই ঐক্যমতের কথা ভালো করে জানার পরেও তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে। (এই আয়াত থেকে বোঝা যায়) আল্লাহ তায়ালাই মুমিনগণের ইজমা/ঐক্যমতকে ভুল হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।” তাফসিরে ইবনে কাসির: ২/৪১৩

হাদিস

১. যেকোনো জামানায় এই জামায়াতকে আঁকড়ে ধরে থাকা গোমরাহী-পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর রা. একবার খুৎবায় বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এরশাদ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ

“তোমরা আল-জামায়াত (এর সাথে একাত্ব/ইজমাবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা) কে তোমাদের উপর অপরিহার্য করে নাও এবং (ইজমা থেকে বের হয়ে আলাদা মতবাদ ও আদর্শের) ফিরকা (জন্ম দেয়া) থেকে বেঁচে চলো। কারণ, নিশ্চয়ই শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে; দু’ব্যক্তি (কোথাও একত্রিত হলে সে তাদের জোট) থেকে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যভাগ (-এর জাঁকজমক ও আয়েশ লাভ) করতে চায়, সে যেন জামায়াত (-এর সাথে একাত্ব/ইজমাবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা) কে অপরিহার্য করে নেয়।” জামে [তিরমিযী](#): ২১৬৫; মুসনাদে আহমাদ: ১/১৮

২. একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা.-এরশাদ করেন,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ .

“যে ব্যক্তি আল-জামায়াত (-এর সাথে একাত্ব/ইজমাবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বরং তা) থেকে এক বিঘত পরিমাণও আলাদা হলো, সে মূলত তার গর্দান থেকেই ইসলামের রশিকে খুলে ফেলে দিল।” আবু দাউদ: ৪৭৫৮

৩. আরেকটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সা.-এরশাদ করেন,

لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“এমন কেউ নেই, যে ইজমা/ঐক্যবদ্ধতা থেকে এক বিঘত পরিমাণও আলাদা হয়ে ইন্তেকাল করে অথচ সে জাহেলিয়াতের উপর মরল না।” সহিহ বুখারি: ৭১৪৩; সহিহ মুসলিম: ১৮৪৯

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, কুরআন-সুন্নাহের আলোকে শরীয়তের যেকোনো বিষয়ে মত/রায়/ফতোয়া দেয়ার অধিকারী হলেন কুরআন-সুন্নাহে পারদর্শী আহলে হক মুজতাহিদ/মুহাক্কিক আলেমগণ। সুতরাং, শরীয়তের যেকোনো বিষয়ে তাঁদের ঐক্যমতকেই বলা হবে শরয়ী ইজমা।

ইজমার বিষয়ে উলামায়ে সালাফ:

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ

“আলেমগণের মতে ‘আল-জামায়াত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হক ফকিহ, আলেম ও মুহাদ্দেসগণ।” জামে [তিরমিযী](#): ৪/৪৬৭

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

أن اجتماع المسلمين حق، والمراد إجماع العلماء، ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن علم ... انتهى
মুসলমানদের ইজমা হক (সঠিক) আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (আহলে হক) আলেমগণের ইজমা (ঐক্যমত)। এক্ষেত্রে
সর্বসাধারণের (মুসলমান) ঐক্যমতের কোনো মূল্য নেই। কারণ, (তাদের শরীয়তের ইলম নেই বা যা আছে তাতে শরীয়ত
সম্পর্কে মুখ খোলার অধিকার সাব্যস্ত হবার নয়।) আর ইলম ছাড়া ইজমা হতে পারে না।” [মিরকাতুল মাফাতিহ](#), আলী
কারী: ২/৬১

ইমাম বদরুদ্দিন আইনী রহ. বলেন,

الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي جماعة العلماء لأن الله -عز وجل جعلهم حجة على خلقه وإليهم تفزع
العامة في دينها وهم تبع لها وهم المعنيون بقوله: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة -
“রাসূলুল্লাহ সা. যে জামায়াতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন সেটি হলো (আহলে হক মুজতাহিদ/মুহাক্কিক)
আলেমগণের জামায়াত। এটি এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর তাঁদেরকে হুজ্জত (দলিল) বানিয়েছেন।
সর্বসাধারণ (মুসলমানরা দ্বীনের ইলম রাখে না বিধায়) দ্বীনের কোনো ব্যাপারে আশঙ্কা হলে (তার শরয়ী বিধান জানার জন্য)
আলেমগণের কাছে ছুটে যেতে আদিষ্ট। কারণ, আলেমগণ হলেন (শরীয়তের) ব্যাখ্যাকার। (আলেমগণের দিকে ইঙ্গিত
করেই) রাসূলুল্লাহ সা.-এরশাদ করেন,
إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة
“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাত (এর মুহাক্কিক আলেমগণ) কে পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত করবেন না।” উমদাতুল কারী,
আইনী: ২৪/১৯৫

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন,

إنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنة كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله
 “গাফিলতি (অবহেলাজনিত ভুল) শুধুমাত্র (একাও) বিচ্ছিন্ন লোকের মধ্যেই হতে পারে। অপরদিকে, الجماعة (জামায়াত)-
 এর মধ্যে সকলের একই সাথে গাফিলতি/ভুল হওয়া সম্ভব নয়; না কুরআনের অর্থ ও মর্ম চয়নের ক্ষেত্রে, না সুন্নাহের ক্ষেত্রে,
 আর না কiyাসের ক্ষেত্রে, ইনশা আল্লাহ।” কিতাবুল উন্ম, ইমাম শাফেয়ী: ১/২২

কিয়াসের পরিচয়

কিয়াসের শাব্দিক অর্থ হলো, التقدير তথা অনুমান করা বা তুলনা করা।

কিয়াসের পারিভাষিক অর্থ

هو ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الآخر

আসলের ইল্লতের (Reason) অনুরূপ (Reason) ইল্লত পাওয়ার ভিত্তিতে শাখার মধ্যে আসলের অনুরূপ হুকুম প্রয়োগ
 করাকে কiyাস (قياس) বলে। নূরুল আনওয়ার শায়েখ ইবনে উসাইমিন রহ. কiyাসের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

تسوية فرع بأصل في حكم لعللة جامعة بينهما.

“কiyাস হচ্ছে উভয়ের মাঝে একই ইল্লত থাকার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে শাখাকে আসলের সাথে মিলানো।” আলউসুল মিন
 ইলমিল উসুল, পৃ. ৬৮

নতুন উদ্ভূত কোনো বিষয়/মাসয়ালাহকে ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি/উৎস কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধি-বিধান বা উসুলের আলোকে নিরিক্ষণ করে দেখা যে তা কুরআন বা সুন্নাহের কোনো বিধান বা উসুলের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে এবং সে অনুযায়ী ওই উদ্ভূত বিষয়ের শরয়ী হুকুম কী হবে তা স্থির করা।

কিয়াসের সূচনা

১. রাসূলুল্লাহ সা.-এরশাদ করেন,

إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه

“যে ব্যাপারে (সরাসরি কোনো ফয়সালা সহকারে) আমার উপর (কোনো ওহি) নাজিল হয় নি, শুধু সেক্ষেত্রে আমি (আমার উপর বিগত নাজিল হওয়া ওহির আলোকে ইজতিহাদ করি এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং) তোমাদের দুজনের মাঝে আমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা করে দেই।” সহিহ বুখারি: ৫/২১২

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন ,“এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা তার মানতের সাওম বাকি রেখেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে এটি পূর্ণ করবো?” তিনি বললেন,

قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ.

“মনে করো, তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ বাকি ছিলো। তুমি তা পরিশোধ করে দিলে। এতে কি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত? সে (মহিলা) বলল, হ্যাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে সাওম রেখে দাও।” বুখারি, মুসলিম

৩. উমর রা. যখন রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্ত্রীকে চুম্বনের কারনে রোজা ভঙ্গ হবে কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি সা.বললেন,

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ بِالْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟

“তুমি যদি কুলি করো তাতে কি রোজা ভঙ্গ হবে? শরহে মা’নিল আছার

এখানে রাসূলুল্লাহ সা. উমর রা. কে কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক তুলনার মাধ্যমে রোজাদারের চুম্বন ও কুলি করার মিল বোঝালেন এবং দেখালেন যে, ওটার মতো এটিও রোজা ভঙ্গ করবে না।

হাদিসের আলোকে একটি উদাহরণ

ক. যেমন, রাসূলুল্লাহ সা. খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহাবীদের একটি দলকে বলেছিলেন,

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

“বনি কুরায়জার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ আসর পড়বেনা” পথে আসরের ওয়াক্ত হলে একদল (হাদিসের শাখিক নির্দেশ অনুযায়ী) বললো, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করবো না। অন্যদল বললো, তাঁর সা. ইচ্ছা এটি নয় (অর্থাৎ, উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঐ গোত্রে পৌঁছা, নামাজ না পড়া নয়), অতএব, পথে সালাত পড়ে নাও। রাসূলুল্লাহ সা. কাছে উভয় দলের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি দুটোকেই অনুমোদন করেন। বুখারি, মুসলিম

ইমাম বুখারি রাহি. ছাড়াও ইমাম নববী রাহি. বলেন,

ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون

“রাসূল সা. বিবাদমান কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি; যেহেতু সবাই মুজতাহিদ ছিলেন।”

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, একদল সাহাবী “বনি কুরায়জার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ আসর পড়বে না” হাদিসের শব্দের উপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর ইল্লাত (কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী করিম সা.-এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হল, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বক্তব্যেও উদ্দেশ্য আদৌ এটি নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও সেখানে সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাঁদের দু’ভাবে আমল করার সংবাদ নবী করিম সা.-কে জানানো হলে তিনি যাহিরী হাদিসের উপর আমলকারীদেরকেও কিছু বলেন নি এবং হুকুমে ইল্লাত (علت) বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাঁদেরকেও কিছু বলেননি।

খ. অনুরূপ আরো একটি হাদিসে রয়েছে যে, দুজন সাহাবী সফররত অবস্থায় সালাতের সময় হলে তারা পানির অভাবে তায়াম্মুম করে তা আদায় করেন। অতঃপর সালাতের ওয়াক্ত থাকতেই পানির সন্ধান পাওয়ার পর একজন ওযু করে পুনরায় সালাত পড়েন আর দ্বিতীয়জন পুনরায় ওযু, সালাত কোনোটাই করেননি। সফর শেষে তাঁরা রাসূল সা.-এর কাছে এ ঘটনা জানালে, তিনি যিনি ওযু সালাত দ্বিতীয়বার করেননি তাকে বললেন, “তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেছো, আর তোমার আদায়কৃত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট”। আর দ্বিতীয়জনকে বললেন, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ “তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।” আবু দাউদ

তাহলে আমরা জানতে পারলাম কুরআন-সুন্নাহে কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট বিধান না পেলে মুজতাহিদ সাহাবাগণ রাযি. তাদের ফতোয়া উদঘাটনের ক্ষেত্রে কিয়াসকে গ্রহণ করতেন।

কিয়াসের বিষয়ে উলামায়ে সালাফ

আবু হানিফা রহ. ফিকহ আহরুনে তাঁর অনুসৃত নীতি সম্পর্কে নিজে বলেন,
 “আমরা প্রথমত কিতাবুল্লাহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস দ্বারা। তারপর সাহাবায়ে কেরামের ফায়সালা দ্বারা। সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়ে সর্বসম্মত আমরা এর উপরে আমল করি। যদি তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়, তখন আমরা সামগ্রিক ইল্লাতের ভিত্তিতে এক হুকুমকে অন্য হুকুমের উপর কিয়াস করি যতক্ষণ না নসের (কুরআন-সুন্নাহ) অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।” আল-মীযান: ইমাম শারানী

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন,

وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلّ ولا حرّم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس " انتهى .

“কারো জন্যই ইলম ছাড়া কোনো জিনিস হালাল বা হারাম বলার সুযোগ নেই; আর ইলম (ফিকহ) অর্জিত হয় কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা।” আর-রিসালাহ: ৩৯

ইমাম আহমদ রহ. বলেন,

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَسْتَعْنِي أَحَدٌ عَنِ الْقِيَاسِ

“কোনো মুজতাহিদই কিয়াস থেকে অমুখাপেক্ষি নয়।” আল বাহরুল মুহিত: ৫/১৬

শায়েখ ইবনু উসাইমিন রহ. বলেন,

والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.

“যে সকল দলিল দ্বারা শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয় তার একটি হচ্ছে কিয়াস।” আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল, পৃ. ৬৮